



## 49027 - জনকৈ ব্যক্তি ফদিয়ার একাধিক বকিল্প সম্পর্কে জানতে চান

### প্রশ্ন

কিছু মানুষ মনে করে সবে যদি ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ কোনও কাজ করে ফলে তখন তার উপর একটা পশু যবাই অথবা তনিদনি রোযা রাখা কথিবা ছয়জন মসিকীনকে খাদ্য প্রদান আবশ্যিক। তনিটির মাঝে যবে কোনও একটা বাছাইয়ের সুযোগ তার আছে।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডানো, নখ কাটা, মাথার সাথে লগে থাকে এমন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকা, পুরুষেরে জন্য সলোই করা কাপড় পরা, মহিলাদেরে জন্য বোরকা ও হাত-মোজা পরা, শরীরে বা কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো, শিকারী পশু হত্যা করা, ববিহরে চুক্তি করা, সহবাস বা তার অগ্রবর্তী কাজগুলো করা হারাম। [দখুন: প্রশ্নোত্তর নং 11356 ]

ইহরামকারী ব্যক্তি যদি নষিদিধ কাজগুলোর কোনটায় লপ্ত হয় তাহলে তার অবস্থা নম্নরে কোনও একটা:

প্রথমত: সবে ভুলে বা অজ্ঞেতাবশতঃ বা বাধ্য হয়ে কথিবা ঘুমন্ত অবস্থায় তাতে লপ্ত হলো; এতে করে তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না।

দ্বিতীয়ত: সবে ইচ্ছাকৃত এতে লপ্ত হলো; তবে এমন কোন ওজর থাকার কারণে যটা নষিদিধ কাজকে বধৈ করে দিয়ে।

এক্ষেত্রে তার কোনও পাপ হবে না। তবে তাকে নষিদিধ কাজেরে ফদিয়া দতি হবে। ফদিয়ার ববিরণ আসবে।

তৃতীয়ত: সবে কোনও ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃত তাতে লপ্ত হলো। তাহলে সবে পাপী হবে। এর ফদিয়া কয়কে প্রকার:

প্রথম প্রকার: যাতে কোনও ফদিয়া নহৈ। যমেন: ববিহরে চুক্তি করা।

দ্বিতীয় প্রকার: যবে নষিদিধ কাজেরে ফদিয়া হলো উট। হজ্জেরে মধ্যবে প্রথম হালাল হওয়ার আগে সহবাস করা।

তৃতীয় প্রকার: যবে নষিদিধ কাজেরে ফদিয়া হলো তনিদনি রোযা রাখা। তনি চাইলে টানা তনিদনি রাখবনে, আর চাইলে আলাদা আলাদাভাবে রাখবনে।



অথবা কুরবানী করার উপযুক্ত একটি ভেড়া (বা ছাগল) জবাই করা কংবা ভেড়ার স্থলাভাষিক্ত তথা উট বা গরুর এক-সপ্তমাংশ। যবাইকৃত পশুর গাশত দরদিরদরে মাঝে বণ্টন করে দবি। এর থেকে নজিে কিছু খাবে না।

অথবা ছয়জন মসিকীনকে খাদ্য প্রদান। প্রত্যকে মসিকীনকে অর্ধ সা পরিমাণ খাদ্য দবি।

এই তনিটিরি যবে কোনে একটা করার এখতয়ীর তার থাকবে— যদি সে চুল উপড়ে ফলে, নখ কাটে, সুগন্ধি লাগায়, যটৌন উত্তজেনাসহ শৃঙ্গার করে (অর্থাৎ সহবাস ছাড়া স্ত্রীর সাথে অন্য যটৌনাচার), হাত-মোজা পরে, মহলা নকাব পরে, পুরুষ সলোই করা কাপড় পরে কংবা মাথা ঢাকে।

চতুর্থ প্রকার: যবে নষিদিখ কাজরে ফদিয়া হলো নষিদিখ জনিসিটিরি সমকক্ষ বা সমমূল্য কিছু দেওয়া। এই নষিদিখ কাজটি হলো পশু শিকার করা। যদি শিকারকৃত পশুর অনুরূপ পশু থাকে তাহলে তনিটি বিষয়রে মাঝে এখতয়ীর দেওয়া হবে:

১- অনুরূপ পশু যবাই করে হারামরে দরদিরদরে মাঝে গাশত বতিরণ করা।

২- অনুরূপরে পশুর মূল্য কত সটে নিরিধারণ করে সমান মূল্যরে খাদ্য মসিকীনদরে মাঝে বতিরণ করা। প্রত্যকে মসিকীনরে জন্য অর্ধ সা করে।

৩- প্রত্যকে মসিকীনকে খাদ্য দেওয়ার পরবির্তে একদনি করে রোযা রাখা।

আর যদি শিকারকৃত পশুর অনুরূপ পশু না থাকে তাহলে দুটি বিষয়রে মাঝে এখতয়ীর দেওয়া হবে:

১- নহিত পশুর মূল্য নিরিধারণ করে মূল্যরে সমান খাদ্য মসিকীনদরে মাঝে বতিরণ করে দেয়া। প্রত্যকে মসিকীনকে অর্ধ সা করে দেয়া।

২- প্রত্যকে মসিকীনকে খাওয়ানোর পরবির্তে একদনি করে রোযা রাখা।[ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (২২/২০৫-২০৬)]